ইত্তেফাক
(৯৭)
তারিখ ... 12.12.83 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...
063

ঘরে-বাইরে

— সহচরী

দুটি সমস্যাই ছোট। আবার কোনটাই তুচ্ছ নয়। সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র শামিল। একটি এস এস সি পরীক্ষার ফী এবং অন্যটি ক্ষয়রোগ চিকিৎসার সুযোগ। বিভিন্ন স্কুলের এস এস সি টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। এখন ফী ও আনুষাঙ্গিক খরচ পত্র দাখিল করার পালা। কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে ফী জমা দেওয়ার নোটিস দিয়েছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফী জমা দিতে অসমর্থ হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। যতি পড়বে শিক্ষা জীবন তথা সমস্ত আশা-ভরসার উপর। সুতরাং খেয়ে না খেয়ে ফী'র অর্থ সংস্থান করতেই হবে।

অভিভাবককুল আগে থেকেই পরীক্ষার ফী যোগাড় করার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, এই ব্যস্ততার সঙ্গে এখন দুশ্চিন্তা যুক্ত হয়েছে। কারণ, ধারণা ছিল এক রকম, হচ্ছে অন্য। ধারণা ছিল পরীক্ষা ফী শ' তিনেক টাকার বেশী হবে না। কিন্তু কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ ফীর নামে এমন মোটা অর্থ দাবী করছেন, সাধারণ মানুষ ও নিম্ন-বিত্তের পক্ষে যা রীতিমত গুরু-ভার। এ সম্পর্কে গত শনিবার দৈনিক ইত্তেফাকে দুটি চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠির ভাষা করুণ ও মর্মস্পর্শী এবং দুশ্চিন্তায় ঠাসা। জনৈক ব্যাংক কর্মচারী লিখেছেন, তাঁর সাকুল্য আয় চৌদ্দশ' টাকা। দুই ভাই কলেজে ও এক ভাই স্কুলে পড়ে। বোন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বাপ অচল, কর্মশক্তিহীন। গোটা সংসারটা চৌদ্দশ' টাকা মাসিক আয়ের উপর নির্ভরশীল। এসএসসি পরীক্ষার ফী বাবত গেণ্ডারিয়া মনিজা রহমান স্কুল কর্তৃপক্ষ বোনের কাছে ৫৫৯ টাকা দাবী করেছেন। এই বিপুল অঙ্কের ফী'র সংস্থান করতে হলে ঘাটতি বাজেটের সংসারে যে আরও ঘাটতি পড়বে জীবদ্দশায় তা পূর্ণ করা সম্ভব হবে কিনা, এ তার সংশয়। একই রকম সংশয় প্রকাশ করেছেন ক্ষুদে রেল-কর্ম-চারী জনাব মনিরুজ্জামান। তিনি লিখেছেনঃ তেজগাঁ শিল্প এলা-কায় শহীদ মনু মিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ এস, এস, সি পরীক্ষার ফী বাবত ৫ শ' টাকা দাবী করেছেন। এতো টাকা যোগাড় করার সামর্থ্য তার নেই। বলাবাহুল্য, শুধু মনিজা রহমান বা মনু মিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ নন, শতকরা ৯৫টি স্কুল কর্তৃপক্ষই পাঁচশ' হতে ছয়শ' টাকা ফী দাবী করে নোটিস দিচ্ছেন। ভাবখানা যেন, কিছু পয়সা হাতড়ে নেওয়ার ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

পরীক্ষার ফী সনাতন কোন [illegible] আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, ফীর অর্থের পরিমাণ নিয়ে। আগে বোর্ড ফী'র অতি-রিক্ত সামান্য কিছু দাবী করা হতো। এখন খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী। বোর্ড ফী এবং দাবীকৃত অর্থের তুলনামূলক বিচারই এর প্রমাণ। বর্তমানে বোর্ড ফী ৯০ টাকা, নম্বর ফি ১০ টাকা, কেন্দ্র ফি ২৫ টাকা এবং বোর্ড প্রাক্টিক্যাল ১৬ টাকা, একুনে ১৪১ টাকা, এই ১৪১ টাকার সঙ্গে বড়জোর যুক্ত হতে পারে শ' খানেক টাকা কোচিং ফী সহ আরও শ'দেড়েক টাকা। কিন্তু কার্যতঃ প্রায় প্রতিক্ষেত্রে যোগ করা হচ্ছে চারশ টাকার বেশী। বক্তব্য হচ্ছে, এ-কি যুক্তি-সঙ্গত? সাধারণ এবং নিম্নবিত্ত অভিভাবকদের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার দিকটি কি বিবেচনা করা উচিত নয়?

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, কেবল পরীক্ষার ফী'র ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পীড়া-দায়ক অবস্থা বিদ্যমান। চুয়া-ডাঙ্গা হতে পক্ষকাল আগে নবম শ্রেণীর এক ছাত্র একটি চিঠি লিখেছে। অপরিপক্ক হাতের লেখা চিঠির ভাষায় বিবেকের উপর হানা হয়েছে প্রচণ্ড কশা-ঘাত। কিশোর বালক লিখেছে, 'আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র, আমা-দের পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ। মা'র একান্ত ইচ্ছা আমি পড়াশুনা করে বড় হই। প্রাই-ভেট টিউটর রেখে দেওয়ার সামর্থ্য আমার মা-বাবার নেই। একদিন একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেও-য়ার জন্য অঙ্ক স্যারের কাছে যাই। তিনি তখন কয়েকজন ছাত্রকে পড়াচ্ছিলেন। আমি যেতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই? প্রাই-ভেট পড়বে? আমি বললাম, না স্যার। আমাকে শুধু এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দিন। তিনি বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বিদায় করে দিলেন।' কিশোর বালক আরও বহুকিছু লিখেছে। সে সব উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এতেই সমাজ-মানসের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, প্রাইভেট টিউশনী প্রথা আগে ছিল না, এখন শুরু হয়েছে। আগেও এই প্রথা ছিল। তবে সীমিত পর্যায়ে। তখন স্কুলে যেভাবে পড়ানো হতো এতে প্রাইভেট টিউটরের বেশী দরকার হতো না। কিন্তু এখন ক-খ হতে আই-এ/বি-এ পর্যন্ত গৃহশিক্ষক [illegible] উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত না করলে পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করা যায় না। বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রের মত একটি ক্ষেত্রও এখন বেনিয়া বৃত্তিতে আচ্ছন্ন। দুঃখটা এখানেই। কে জানে, এই দুঃখ নিশির অবসান কবে হবে।

০